দৈনিক সংবাদ

তারিখ 11 APR 1986
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

003

পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্ব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রদের পরীক্ষার ফল প্রকাশে ৭ থেকে ১০ মাস সময় লাগে বলে গত ৮ই এপ্রিল পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক জরিপ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। পর্যালোচনায় দেখা যায়, দিন যত যাচ্ছে ফল প্রকাশে বিলম্ব তত বাড়ছে। এটা উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে অধঃগতির আরেকটি চিত্র মাত্র।

এমনিতেই নানা কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষাবর্ষ ইতিমধ্যে কয়েক বছর পিছিয়ে গেছে। তিন বছরের কোর্স এখন ছয় বছরে এবং দুই বছরের কোর্স চার বছরেও সমাপ্ত হয় না। পড়তে পড়তে ছাত্রদের চাকরির বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে। এ কারণে পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে পর্যন্ত বয়সের সময়সীমা শিথিল করতে হয়েছে। দাবী উঠেছে, তা আরো শিথিল করার। তাছাড়া সন্তানদের প্রলম্বিত শিক্ষাবর্ষের জন্য সর্বস্বান্ত হচ্ছেন বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অভিভাবক। তার পরও ২ বছরের জায়গায় ৪ বছরের মাথায় যে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তার ফল প্রকাশেও যদি ১৮ মাসে বছর হিসাব করতে হয় তাহলে ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবকবৃন্দ এবং দেশবাসী দাঁড়াবেন কোথায়?

লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রীর এস,এস,সি পরীক্ষার ফল যদি বোর্ডগুলো ৩/৪ মাসের মধ্যে প্রকাশ করতে পারেন তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের পঞ্চাশ থেকে দুই-তিনশ' ছাত্র-ছাত্রীর ফল প্রকাশ করতে এত সময় লাগবে কেন? এস, এস, সি'র এক স্কুলের পরীক্ষার্থীর খাতা বহু দূরের অন্য এলাকার পরীক্ষক পরীক্ষা করে দেখেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তেমনটিও হয় না। কিছু এক্সটারনাল ছাড়া মূলতঃ যারা যে বিভাগের শিক্ষক, তারাই সে বিষয়ের পরীক্ষক। কাজেই পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দফতর। তারপর শিক্ষকদের খাতা দেখার এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দফতরে টেবুলেশন বিলম্ব হওয়ার কোন যুক্তি থাকতে পারে না।

খাতা দেখা এবং টেবুলেশনের ধরাবাধা নিয়ম আছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এগুলো সম্পন্ন করার কথা। কার্যক্ষেত্রে এই নিয়মগুলো মানা হয় না বলেই ফল প্রকাশে এত বিলম্ব হয়। এজন্য পরীক্ষক, টেবুলেটর এবং সংশ্লিষ্ট সকলেই কম-বেশী দায়ী।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পূর্ব-নির্দিষ্ট ছুটি ছাড়া অনির্ধারিত কারণেও আজকাল দীর্ঘদিন বন্ধ থাকে। এতে শিক্ষকদের ক্লাস নেবার চাপ কম থাকে বলে তাদের পক্ষে আরো তাড়াতাড়ি খাতা দেখে নেয়ার কথা। দুর্ভাগ্যক্রমে কিছুসংখ্যক শিক্ষক প্রজেক্ট-সেমিনার ইত্যাদি অন্যবিধ কাজে বেশী ব্যস্ত থাকেন বলে সময়মত খাতা দেখতে পারেন না। এমনও হয়েছে, কেবল একটি বিষয়ে খাতা দেখার বিলম্বের জন্য ফল প্রকাশ প্রায় এক বছর বিলম্বিত হয়েছে। কোন শিক্ষক যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খাতা দেখে দিতে ব্যর্থ হলে ভবিষ্যতে তাকে আর পরীক্ষক নিয়োগ করা উচিত নয়।

অভিযোগ রয়েছে, শিক্ষকদের মধ্যে নানা জটিলতা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে পরীক্ষক নিয়োগ ও খাতা দেখায় বিলম্ব ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছ থেকে তা কোনমতেই কাম্য নয়।

বহিরাগত পরীক্ষকদের জন্যও কোন কোন সময় ফল প্রকাশ বিলম্বিত হয়। অনেক সময় অন্যত্র অত্যন্ত ব্যস্তজনকে বহিরাগত পরীক্ষক নিয়োগ করা হয়। বিশেষ করে গবেষণাপত্রের পরীক্ষায় এটি বেশী হয়ে থাকে।

সবচেয়ে আপত্তির ব্যাপার হচ্ছে টেবুলেশনে বিলম্ব। পরীক্ষকরা নম্বর দেয়ার পর টেবুলেশনে অস্বাভাবিক বিলম্ব কোনমতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক এবং সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থেই যথাসময়ে পরীক্ষার ফল প্রকাশে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, একাডেমিক কাউন্সিল এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দফতর যৌথভাবে বসে এ ব্যাপারে পন্থা উদ্ভাবন করতে পারেন বলে আমরা বিশ্বাস করি।